যুগান্তর

তারিখ ... 26 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

চিকিৎসা শিক্ষা বাণিজ্য

দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার বিষয়টি উদ্বেগজনক। যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে বর্তমানে ২৭৩টি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে সরকারি পর্যায়ে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজসহ ২৩টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৫০টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। ডেন্টাল কলেজ ও ডেন্টাল ইউনিট সরকারি ৯টি, বেসরকারি ১৫টি। বাকিগুলো হল মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) এবং ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট আসনসংখ্যা ২৩ হাজার ৭৭৬। এক্ষেত্রে উদ্বেগের বিষয় হল— গত তিন বছরে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গজিয়ে উঠেছে ১১৫টি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাণিজ্যই যে এর মূল উদ্দেশ্য, এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রায় ১৬ কোটি নাগরিক অধ্যুষিত দেশে আনুপাতিক হারে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, নার্স ও আনুষঙ্গিক জনবলের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও এসব কর্মীর ব্যাপক চাহিদা। তদুপরি দেশে প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য সেক্টরে চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংকট রয়েছে। এর পাশাপাশি রয়েছে বেকারত্ব। এ অবস্থায় ব্যাঙের ছাতার মতো চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গজিয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তবে প্রশ্ন হল, এগুলোর কয়টি যথাযথ মানসম্পন্ন? অভিযোগ আছে, সরকারি পর্যায়ে গড়ে ওঠা অনেক মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজেই ছাত্র অনুপাতে বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা নেই। সেক্ষেত্রে বেসরকারিগুলোর দুরবস্থা তো সহজেই অনুমেয়। এ প্রেক্ষাপটে ম্যাটস ও আইএইচটিগুলোর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এসব অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যদি নিছক কাগজে সনদ নিয়ে চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী প্রবেশ করে পেশার ভুবনে, তাহলে রোগীদের চিকিৎসার কী হাল হবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। আমরা এর প্রতিফলনও দেখতে পাচ্ছি প্রায় প্রতিদিন। ভুল চিকিৎসা ও অপচিকিৎসার অভিযোগ উঠছে প্রতিনিয়ত। মা ও শিশু মৃত্যুর হারও উদ্বেগজনক। দেশে অপ্রতুল চিকিৎসা সুবিধার কারণে প্রতি বছর অগণিত রোগীকে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হচ্ছে বিদেশে। গণ্য যাচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা। অথচ দেশেই চিকিৎসা শিক্ষা নিশ্চিত করা গেলে সর্বসাধারণের যথাযথ চিকিৎসাপ্রাপ্তি সম্ভব। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে গড়ে ওঠা চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেখভাল করার দায়িত্ব স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন শাখার। তবে শাখাটিতে নিয়মিত দাফতরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যই নাকি জনবলের অভাব রয়েছে। বহুরব্যাপী সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ, শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম দেখভাল করতেই হিমশিম খেতে হয় তাদের। এ অবস্থায় চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মনিটর করবে কখন? নিয়মিত মনিটরিং তাই সম্ভব হয় না। ফলে চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রাখাও সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে নুনীতি-অনিয়ম-অব্যবস্থার অভিযোগও রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এক্ষেত্রে যথাযথ মান নিশ্চিত করতে হলে মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি পৃথক অধিদফতর জরুরিভাবে স্থাপন করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেবে, এটাই প্রত্যাশা।